বিশল্যকরণীর পথ

মশলাবালিকা, বহুক্ষণ সূর্যের নীচে হেঁটে ঘেমে গ্যাছো তুমি
এসো এখন আমরা সময়ের নীলজলে নেমে খেলা করি কিছুটা বরং
খেলা করি সুন্দরের স্থাপত্যের নীচে - ওইখানে জলের তরঙ্গ
আবহ - মণ্ডল সারারাত টুপটুপ ঝরে পড়েছিল আত্মনিবেদনে
গাঁথো প্রেম গাঁথো মৃত্যু বিন্দু বিন্দু শিশিরকণিকা নখে তুলে নিয়ে
তোমার চলা ও চাহনি, হাসি ও স্পর্শকে গোলাপের মত দুটি হাত ভরে তুলে নেব
তারপর 'কণকাঙ্গী' দেব এই নবআবিষ্কৃত গোলাপের নাম
হলুদ পাপড়ির সহবাসে মৃদু বিষাদের কোমল সুগন্ধ আসে
ভোলালো আমার মন; আমি জলমন্ডলের ঘরে স্থির হয়ে একটু দাঁড়াবো
হঠাৎ আকাশে একলাফে উঠে এসো পূর্ণবৃত্ত চাঁদ
তোমার বুকের থেকে না কি? আসেপাশে নক্ষত্রও ছিল, ছিল অনুফাঁদ
ফিরে পাবো সব পুপ্ত অধিকার? হারানো দিনের মণিরত্ন আবার কি সব ফিরে পাবো?
কোমরনিম্নের রহস্যভূতি থেকে উঠে এলো না কি তারা
এমন চাঁদের কথা শেলী জানে? জানে কি জীবনানন্দ?
চান্দেল্যভূমিতে নিনেভ লাবণ্যখন্ডেএই চাঁদ সারারাত জেগে ছিল,
তাকে কোলে নিয়ে আমি কি ছিলাম জেগে?
আবার সে ফিরে এলো, সব্যতাকে মানুষকে প্রেমের নতুন গল্প দেবে বলে
প্লেটোর সময়ঝি, উপনিষদ, শঙ্কর, জাগো হে বনানীঃ
জাগো অকাদেমি ও স্পিনোজা, জাগো ঝিবিদ্যালয়
মশলাবালিকা, আমাকে থাকুক ঘিরে তোমার অভয়
শব্দমন্ত্রে কবিতায় গানে গানে এই দেখ আমি এক সমুদ্র গড়েছি
পশুপাখি বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনাসাহিত্য থেকে লবণ ও নীলরঙ নিয়ে
এই দেখ আমি এক সমুদ্র গড়েছি।

মঞ্জুভাষ মিত্র